প্রথম আলো

তারিখ 23 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

অভিভাবকহীন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

এভাবে আর কত দিন?

গত বছরের ২ ডিসেম্বর থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি শূন্য থাকলেও সেটি পূরণ করার জন্য সরকারের নীতিনির্ধারকদের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। প্রায় দুই মাস একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদাধিকারীর পদটি শূন্য থাকলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তার মাত্রা অনেক অনেক বেশি। কেননা, সাবেক উপাচার্য আলী আশরাফ দায়িত্বে থাকাকালেই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দীর্ঘদিন অচলাবস্থা চলছিল। কয়েক মাস কার্যত তিনি নিজ বাসভবনে অবরুদ্ধ ছিলেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে থাকেই শিক্ষকেরা তাঁর অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন।

সাধারণত উপাচার্য না থাকলে সহ-উপাচার্য বা কোষাধ্যক্ষ দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নেন। কিন্তু কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ থাকলেও কখনোই সহ-উপাচার্য পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আর কোষাধ্যক্ষ পদটিও শূন্য আছে ৯ মাসেরও বেশি সময় ধরে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত প্রায় সব উপাচার্যকে বিদায় নিতে হয়েছে আন্দোলনের মুখে।

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, উপাচার্য না থাকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা আটকে আছে। বিভিন্ন অনুষদের ডিন নিয়োগও বন্ধ রয়েছে। ছুটি নিয়েও শিক্ষকদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সিন্ডিকেটের বৈঠকও হচ্ছে না পাঁচ মাস। তবে এসব সমস্যার চেয়েও বড় সমস্যা হলো উপাচার্য না থাকায় নতুন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা হতে পারছে না। অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পথে। এই অচলাবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কাফফারা কেন শিক্ষার্থীরা দেবেন? এভাবে আর কত দিন?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে থাকেন। শিক্ষকদের সমস্যার কথা বাদ দিলেও নতুন বছরের ভর্তি পরীক্ষার কথা চিন্তা করে হলেও অবিলম্বে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হোক। আর এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তদবিরবাজি নয়, বরং মেধা ও যোগ্যতার পাশাপাশি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার দিতে হবে।